প্রসঙ্গ সমপ্রেম

অর্ণব দত্ত

৭ই অক্টোবর, ১৯৯৮। মধ্যরাত্রের কিছু পরে একটি বারে ২১ বছর বয়সী ম্যাথিউ শেফার্ডের সাথে আলাপ হয় তারই সমবয়সী অ্যারণ জেমস ম্যাককিনি ও রাসেল আর্থার হাণ্ডারসনের। নিজেদের সমকামী পরিচয় দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা ম্যাথিউকে। পরে অবশ্য ম্যাককিনি জানায়, বাড়ি ফেরার পথে লিফট্ চেয়েছিল ম্যাথিউ। সে যাই হোক, আসল ঘটনা ঘটে কিছু পরে। ম্যাথিউকে একটি কাঁটাতারের সাথে বেঁধে প্রচণ্ড মারধর করে তারা। শেষে যুক্তরাষ্ট্রের হিমশীতল হেমন্তের রাতে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে পালায় তারা। ১৮ ঘন্টা পরে এক স্থানীয় সাইকেল আরোহী তাকে দেখতে পায়। তখন সে অচেতন। হাইপোথারমিয়ায় কাতরাচ্ছে। সারা শরীর মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, শুধু চোখের নিচে জলের দুটি ধারা নেমে খানিকটা পুঁছে দিয়েছে রক্ত।

হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা জানান যে মারের চোটে ডান কান থেকে মাথার পিছন অবধি একটা বড় রকমের অস্থিভঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। বড় রকমের একটা ব্রেন স্টেম ইনজুরিও পাওয়া যাচ্ছে যার দ্বারা হৃদস্পন্দন, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি শারিরীক প্রক্রিয়াগুলি ব্যহত হচ্ছে। আর সবার উপরে ডজন খানেক ল্যাসিরেশন মাথা, মুখ ও ঘাড়ে- অপারেশন অসম্ভব এমতাবস্থায়। এদিকে জ্ঞানও ফেরেনি।

১২ই অক্টোবর, ১৯৯৮। রাত ১২টা ৫২ মিনিটে বাবা মা'র পাশেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল একুশের ম্যাথিউ।

ম্যাথিউ ওয়েন শেফার্ডের অপরাধ ছিল সমপ্রেম।

এখন প্রশ্ন কি এই সমপ্রেম? কেন মানুষ এত ঘৃণা এত আঘাত সহ্য করেও সমপ্রেমী হয়? এ কি শুধুই শরীর সর্ব্বস্বতা আর ব্যভিচার? নাকি সত্যই এই সম্পর্কে সেই প্রেম সম্ভব, যা এক নারীপুরুষের প্রেমে সম্ভব হয়?

সমপ্রেম

Oxford Advance Learner Dictionary অনুযায়ী homosexual শব্দটির অর্থ হল "a person, usually a man, who is sexually attracted to people of the same sex." বিশ্বের বৃহত্তম অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপেডিয়া'র মতে সমপ্রেম বা সমকামিতার সংজ্ঞা ঃ "Since its coining, the term homosexuality has acquired multiple meanings. In the original sense, it refers to a sexual orientation characterized by aesthetic attraction, romantic love, and sexual desire exclusively for members of the same sex or gender identity. It can also refer to the manifestation of that orientation in the identity of an individual, which may or may not be at odds with that person's sexual behavior. Finally, it can refer to sexual relations with another of the same sex regardless of one's sexual orientation, selfidentification or gender identity."
সম লিঙ্গের মানুষের প্রতি নান্দনিক প্রেমভাব অথবা যৌন আকর্ষণ, যা সাধারণ মানুষ এক বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি অনুভব করে, তারই নাম সমকাম। তবে যৌন প্রবৃত্তিই প্রেমের মূলকথা নয়, একথা যেমন স্বীকৃত রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট বা শেষের কবিতায়, তেমনই স্বীকৃত সমপ্রেমী শেক্সপীয়রের সনেটগুচ্ছ বা মাইকেলএঞ্জেলোর ডেভিড মর্মরে।

সমপ্রেম বা সমকামিতার বিপরীতে অবস্থান করছে বিপরীতরতি বা heterosexuality ও bisexuality বা উভকামিতা। নৃতত্ত্ববিদরা প্রধানতঃ তিন প্রকার সমকামিতার কথা বলে থাকেন ঃ egalitarian (ইগ্যালিট্যারিয়ান), gender-structured বা লিঙ্গভিত্তিক ও age-structured বা বয়সভিত্তিক।

সমপ্রেমী পরিভাষা

সমপ্রেমী শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ *homosexual* শব্দটির অর্থ 'সম লিঙ্গের'। গ্রীক *homo* বা সম ও ল্যাটিন *sex* শব্দদ্বয়ের মিলনে উৎপন্ন হয়েছে শব্দটি। অবশ্য কেউ ল্যাটিন *homo* ও গ্রীক *homo* শব্দদুটিকে মিলিয়ে ফেলবেন না। ল্যাটিনে *homo* শব্দের অর্থ মানব।

আবির্ভাব

১৮৬৯ সালে আমরা প্রথম মুদ্রিত আকারে এই শব্দটি পাই 143 des Preussischen Strafgesetzbuchs und seine Aufrechterhaltung als 152 des Entwurfs eines Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund ("Paragraph 143 of the Prussian Penal Code and Its Maintenance as Paragraph 152 of the Draft of a Penal Code for the North German Confederation")
নামের একটি জার্মাম পুস্তিকায়। লেখক কার্ল-মারিয়া কার্টবেনি। প্রাশিয়ার সডোমি আইনের প্রত্যাহারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে লেখা হয়েছিল এই পুস্তিকাটি। অবশ্যা কার্টবেনি ১৮৬৮ সালে বন্ধু কার্ল-হেনরিক আলরিকসকে লেখা একটি পত্রে প্রথম এই শব্দটির অবতারণা করেন। কার্টবেনি আলরকসের

Urningtum, Urninge, Urninden শব্দত্রয়ের পরিবর্তে যথাক্রমে *Homosexualität, Homosexualisten, Homosexualistinnen* শব্দত্রয় প্রয়োগ করেন।

পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট তাত্ত্বিক মাইকেল ফকাল্ট (১৯৭৬) দেখিয়েছেন, '''বিপরীত যৌন প্রবৃত্তির' উপর ১৮৭০ সালে লেখা ওয়েস্টফ্যালের বিখ্যাত নিবন্ধ''টির দ্বারাই সমকামী নারী-পুরুষদের পৃথক গোত্রীকরণের সূত্রপাত। রিচার্ড ভন ক্র্যাফট-এবিং-এর যৌনপ্রবৃত্তি প্রসঙ্গে লিখিত গ্রন্থ *Psychopathia Sexualis*-এর চার্লস গিলবার্ট চ্যাডক কৃত ইংরেজি অনুবাদে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ১৯০৬ সালে হারডেন-এলেনবার্গ প্রণয়ের ঘটনায় শব্দটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এদিকে বহু পূর্ব্বেই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সমকামিতার এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর *Symposium*-এ তিনি তিনপ্রকার যৌন প্রবৃত্তির কথা স্বীকার করে যান। এবং গ্রীক ও রোমান ধর্ম-ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণেও সচেষ্ট হন।

ব্যবহার

পূর্ব্বে লেখকরা এক-লিঙ্গ বিষয় (যেমন, বালিকা বিদ্যালয়) বোঝাতে homosexual শব্দটি ব্যবহার করতেন। এখন এই শব্দটি homosocial শব্দটির দ্বারা ব্যক্ত হয়। 'সমকামী' শব্দটির নিন্দাত্মক পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয় fag, faggot ও pansy (সমকামী পুরুষ অর্থে)। ১৯৫০ সালে যুক্তরাজ্যে ইয়ান ফ্লেমিং-এর উপন্যাসে ব্যবহৃত poofter শব্দটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অ-সমকামী বোঝাতে ব্যবহৃত হয় queer শব্দটি। যদিও এটি সমকামী-পুরুষ অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। homo ও dyke ব্যবহৃত হয় স্ত্রী-সমকামী বোঝাতে। ভারতে অবশ্য homo অর্থে পুরুষ-সমকামীও বোঝায়।

আরেকটি প্রাচীন নিন্দাত্মক পরিভাষা turner। কিন্তু ১৯৩০-এর দশক থেকে এটি অপ্রচলিত। এই শব্দটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে দুটি মত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এটি ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে পূর্ব্ব লণ্ডনের সমকামী মণ্ডলে প্রচলিত একটি ইতর শব্দ। এটির দ্বারা ছদ্ম অ-সমকামী পুরুষকে বোঝাত যে সমরতি অভ্যাসে এসেছে। এটি পাওয়া যায় চার্লস ডিকেন্সের *পিকউইক পেপারস্* -এ। দ্বিতীয়তঃ সমপ্রেমে সঙ্গমকালে যে পায়ুকামের অভ্যাস প্রচলিত তার জন্য ঝোঁকা বা পিছন ফেরা থেকে এই শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে।

নিচে বিভিন্ন ভাষায় সমকামী শব্দটির পরিভাষা দেওয়া হলঃ

ভাষা	পরিভাষা	আক্ষরিক অর্থ	ভাব
আরবি	لوطي luti	অনেক লোকের	নিন্দাত্মক ও ধর্মীয়
আরবি	مثلي mithli	সমের	নিরপেক্ষ

আরবি	فـرحْنم monharef	অদ্ভুত, অচিরাচরিত	আংশিক নিন্দাত্মক
চৈনিক	□□ (tóng zhì)	কমরেড	নিরপেক্ষ
চেক	teplouš	উষ্ণ	?
ড্যানিস	bøsse	বন্দুক	নিরপেক্ষ
ডাচ	nicht	সুন্দর	নিন্দাত্মক
ইংরেজি	gay	আনন্দিত	নিরপেক্ষ
ইংরেজি	queer	অদ্ভুত	আংশিক নিন্দাত্মক
ইংরেজি	faggot	রগচটা বুড়ি	নিন্দাত্মক
ইংরেজি	fruit	ফল	আংশিক নিন্দাত্মক
ফরাসি	tante /tata	মাসি বা পিসি	আংশিক নিন্দাত্মক
ফরাসি	tapette	মাছি মারার হাতিয়ারবিশেষ	নিন্দাত্মক
ফরাসি (কুইবেক)	fifi, fif	পুডল কুকুরের চলতি নাম	নিন্দাত্মক
জার্মান	schwul	উষ্ণ	নিন্দাত্মক
গ্রীক	συκο (syko)	ডুমুরগাছ	আংশিক নিন্দাত্মক
হাঙ্গেরিয়ান	buzi	সমকামী	নিন্দাত্মক

হাঙ্গেরিয়ান	köcsög	পাত্র	নিন্দাত্মক
হাঙ্গেরিয়ান	meleg	উষ্ণ	নিরপেক্ষ
আইরিশ	aerach	উৎফুল্ল	নিরপেক্ষ
ইটালিয়ান	finnocchio	শুলফা গাছ	নিন্দাত্মক
পোর্তুগীজ	morde-fronha	যে বালিশের ঢাকা কামড়ায়	নিন্দাত্মক
পোর্তুগীজ	paneleiro	কলম-প্রস্তুতকারক	নিন্দাত্মক
পোর্তুগীজ	rabeta	নিতম্ব বা লেজ পছন্দ করে যে, বা যার তা আছে	নিন্দাত্মক
পোর্তুগীজ	rabo	নিতম্ব বা লেজ	নিন্দাত্মক
পোর্তুগীজ	roto	ছেঁড়া	নিন্দাত্মক
পোর্তুগীজ	viado	বিপথগামী	নিন্দাত্মক
রোমানিয়ান	poponar	tooshie	নিন্দাত্মক
রাশিয়ান	голубой (goluboy)	হালকা নীল	নিরপেক্ষ
স্পেনীয়	marica	মেরী	নিন্দাত্মক
স্পেনীয়	maricón	*marica* থেকে	নিন্দাত্মক
স্পেনীয়	loca	পাগলী	নিন্দাত্মক

স্পেনীয়	mariposón	বড় প্রজাপতি	নিন্দাত্মক
স্পেনীয়	muerdealmohadas	যে বালিশের ঢাকা কামড়ায়	নিন্দাত্মক
স্পেনীয়	jamaicón	জামাইকা থেকে	নিন্দাত্মক
সুইডিশ	bög	সমকামী	নিন্দাত্মক/ নিরপেক্ষ
সুইডিশ	fikus	ডুমুরগাছ	নিন্দাত্মক

বাংলায় সমকামী বা সমপ্রেমী শব্দদুটি ছাড়াও নিন্দাত্মক হোমো ও নিন্দাত্মক ও নিরপেক্ষ গে ব্যাপক প্রচলিত। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে সমকামী মহলে পক্ষিরাজ শব্দটির প্রচলনও সম্প্রতি হয়েছে। ২০০৫ সালে প্রকাশিত বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাসের সমপ্রেমী বিষয়ক গান 'পক্ষিরাজ'-এর থেকে এই নামের উদ্ভব।

কার্ল-মারিয়া কার্টবেনি : কার্ল-মারিয়া কার্টবেনি (১৮২৪-১৮৮২) ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান সাংবাদিক, জীবনী-রচয়িতা ও মানবতাবাদী কর্মী যিনি প্রথম homosexual শব্দটি প্রবর্তন করেন।

যৌবনে তাঁর এক ঘনিষ্ট সমকামী বন্ধু এক যৌন-প্রতারকের কাছে প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। পরে তিনি জানিয়েছিলেন, এই ঘটনাই পরবর্তীকালে সমকামী-সমাজ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ টেনে আনে।

তাঁর সমকাম-বিষয়ক রচনাগুলি তিনি লিখতে শুরু করেন ১৮৬৮ সালের পর থেকে। তিনি বলেছিলেন, এই লেখাগুলির পিছনে কাজ করে সমকাম বিষয়ে তাঁর 'নৃতত্বগত আগ্রহ' ও মানবতাবাদী সাম্যবোধ। ১৮৬৯ সালে তিনি নাম না দিয়ে প্রকাশ করেন "*Paragraph 143 of the Prussian Penal Code of 14 April 1851 and Its Reaffirmation as Paragraph 152 in the Proposed Penal Code for the Nordeutscher Bund. An Open and Professional Correspondence to His Excellency Dr. Leonhardt, Royal Prussian Minister of Justice*" পুস্তিকাখানি।

কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হয় এই প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকাখানি। এই পুস্তিকাগুলিতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, প্রাশিয়ান সমকামী আইনের ১৪৩ সংখ্যক পংক্তিটি মানবাধিকার (rights of man) লঙ্ঘন করছে। ক্ল্যাসিক লিবারেটারিয়ান মতবাদকে সামনে রেখে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত সম্মতিসংক্রান্ত যৌন আইনগুলিকে (private consensual sexual acts) অপরাধ আইনের আওতায় আনা উচিৎ নয়। নিজের বন্ধুর দৃষ্টান্ত উল্লেখ তিনি বলেন, প্রাশিয়ান আইনের বলে প্রতারকগণ

সমকামীদের প্রতারিত করে বেআইনিভাবে অর্থ সংগ্রহ করার সুযোগ পাচ্ছে, এমনকি সমকামীদের আত্মহত্যার পথেও ঠেলে দিচ্ছে।

কার্টবেনি প্রথম অভিমত দেন, সমকামিতা জন্মগত ও অপরিবর্তনীয়। তাঁর এই মতকেই পরবর্তীকালে সমকামিতার 'মেডিক্যাল মডেল' বলে প্রমাণিত ও গ্রহণ করা হয়। তিনিই প্রথম বলেন যে, মানুষ নেহাৎ অপরাধপ্রবণতার কারণে সমকামী হয় না। বা সমকামীরা সকলেই নারীভাবাপন্ন নয়। তিনি দেখিয়ে দেন ইতিহাসের অনেক যোদ্ধাই ছিলেন সমকামী।

এইসব লেখালিখিতেই কার্টবেনি সমকামিতাকে একটি যৌন প্রবৃত্তি বলে উল্লেখ করেন। জার্মান ও ফরাসি জগতে প্রচলিত সমকামিতার তৎকালীন নিন্দাত্মক প্রতিশব্দ pederast এর পরিবর্তে তিনি homosexual শব্দটি প্রবর্তন করেন। সেই সঙ্গে তিনিই নারীরমণকামীদের *heterosexual*, স্বমেহনকারীদের *monosexualist* ও সঙ্গমকামীদের *pygist* বলে অভিহিত করেন।

[২] **কার্ল-হেনরিক আলরিকস :** কার্ল-হেনরিক আলরিকস (১৮২৫-১৮৯৫) ছিলেন জামার্নির একজন অগ্রবর্তী সমকামী-অধিকার কর্মী। ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৭ অবধি হ্যানোভার রাজ্যের হাইডেলশীমের জেলা আদালতে সরকারী আইন পরামর্শদাতার চাকরি করেন। ১৮৫৯ সালে সমকামিতার জন্য তাকে বিতাড়িত হতে হয়।

১৮৬২ সালে তিনি নিজ আত্মীয়-বন্ধু মহলে সরাসরি নিজেকে Uranian (সমকামী) বলে ঘোষণা করেন। সমকামিতার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া এক ব্যক্তির সপক্ষে তাঁর আইনি ও নৈতিক সমর্থনপত্রও লিখে দেন এই সময়ে। এটিই প্রথম সমকামী-অধিকার আন্দোলন ও কর্মসূচির বহিঃপ্রকাশ।

সমকামকে তিনি Uranism নামে অভিহিত করেন। Uranian শব্দটি এসেছে গ্রীক *uranos* থেকে। এটি তিনি গ্রহণ প্লেটোর ত্বত্ত্বের প্রেমের দুই দেবতা Pandemian Eros ও Uranian Ero-এর নাম থেকে। এঁরা যথাক্রমে বিপরীতরতি ও সমরতির দেবতা ছিলেন। আলরিকস স্ত্রী-সমকামীদের *Urninds*, উভকামীদের *Uranodionings* ও ট্রানসেক্সুয়ালদের *Zwitter* নামে অভিহিত করেন।

এই স্বনামধন্য সমকামী অধিকার কর্মীর সম্মানার্থে ইন্টারনেশনাল লেসবিয়ান অ্যান্ড গে ল' অ্যাসোশিয়েশন বাৎসরিক কার্ল হেনরিক আলরিকস পুরস্কার প্রদান করে।

নৃতত্ত্বে সমপ্রেম

সমপ্রেমের সামাজিক গঠন নিয়ে আলোচনাকালে গবেষকগণ সমকামিতা শব্দটিকে ব্যবহার করেন বহুবচনে। তাঁদের মতে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধারায় সমকামিতা চর্চিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার সমাজব্যবস্থায়। এই বিভিন্নতাকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেন সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ স্টিফেন ও. ম্যুরে ঃ

১। ইগ্যালিটারিয়ান ঃ বয়সের বাধা অতিক্রম করে দুই সঙ্গীর সমপ্রেম। পাশাপাশি এদের কিছু স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্কও বর্তমান থাকে। উদাহরণস্বরূপঃ বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে সমলিঙ্গ ও সমবয়স্কদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের কথা বলা যায়।

২। লিঙ্গ-ভিত্তিক ঃ দুই সঙ্গীর দুই প্রকার লিঙ্গের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় এর চর্চা দেখা যায়। বর্তমান সমাজব্যবস্থার লিঙ্গপরিবর্তন ব্যবস্থাও এর অন্তর্গত। আলবেনিয়ায় একজন নারী 'আলবেনিয়ান কুমারী' নির্বাচন করতে পারে, যার আচার-আচরণ ও অধিকার হয় সম্পূর্ণ পুরুষের মত। উত্তর আমেরিকার মেয়েদের বাচ/ফেমে সংস্কৃতির চর্চাও সমকামিতার নিদর্শন।

৩। বয়স-ভিত্তিক ঃ ভিন্ন বয়সের দুই সঙ্গীর প্রেম, কমপক্ষে এক প্রজন্মের ব্যবধানে থাকা দুজনের। প্রাচীন গ্রীসের পেডেস্ট্রী সংস্কৃতি বা সামুরাই ব্যবস্থার মধ্যে পরিলক্ষিত হত। দক্ষিণ চিনের বালক-বিবাহ প্রথা বা মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু প্রচলিত ব্যবস্থায় দেখা যায়।
[পেডেস্ট্রী ও সুডো বিষয়ে পরে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।]

লিঙ্গ-ভিত্তিক ও বয়স-ভিত্তিক সম্পর্কে দেখা যায় একজন সঙ্গীকে প্যাসিভ বা অক্রিয় ও অন্যজনকে অ্যাকটিভ বা ক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। পুরুষদের মধ্যে অক্রিয় সঙ্গীর কাজ রেতঃ গ্রহণ করা অর্থাৎ, যৌন-সঙ্গমের সময় অপর সঙ্গীকে মেহন করা। মনে করা যেতে পারে, ক্রিয় সঙ্গীকে যৌন-আনন্দ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। যদিও সবক্ষেত্রে তা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যান্ডে লিঙ্গ-ভিত্তিক নারী সমকামিতায় ক্রিয় সঙ্গী (টমস) অক্রিয় সঙ্গীর (ডী) আনন্দবিধান করে। শুধু তাই নয় ডী'র কাছ থেকে কোনোরূপ আনন্দ নিতেও অস্বীকার করে।

কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ চতুর্থ ধরণের সমকামিতার কথা বলে থাকেন - শ্রেণী-ভিত্তিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা উপোরক্ত তিন বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত।

কোনো সমাজব্যবস্থায় একপ্রকার সমকামিতার প্রাধান্য দেখা গেলেও অন্যান্য ধরণগুলিও তার সাথে সহাবস্থান করে। ঐতিহাসিক রিচার্ড নর্টন তাঁর *ইন্টারজেনেরেশন্যাল অ্যান্ড ইগ্যালেটারিয়ান মডেলস'*এ দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন গ্রীসে ইগ্যালেটারিয়ান মডেলটি পেডেস্ট্রী চর্চার সাথে সহাবস্থান করত। আর কি সমপ্রেম কি বিষমপ্রেম, প্রেমস্পদ হিসাবে কিশোর-কিশোরীকে নির্বাচনের প্রবনতা তো আজও বর্তমান। পাশ্চাত্যদেশে ইগ্যালেটারিয়েন ব্যবস্থাই প্রাধান্য অর্জন করছে। এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীর সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়ছে ধীরে ধীরে।
বর্তমানকালে সমকামিতার বিস্তার প্রসঙ্গে ঘটনা ও উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যদেশে ইগ্যালেটারিয়ান ব্যবস্থার প্রাধান্য বেশি চোছে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৪ নির্বাচনের এক্সিট পোলের মতে সে দেশের মোট ৪% ভোটার ঘোষিত সমকামী।

ধর্ম ও সমপ্রেম

সমপ্রেম সংস্কৃতির উপর ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে সমপ্রেম প্রসঙ্গে ধর্মের যে নিন্দাত্মক মনোভাব তা কেবল আব্রাহামীয় ধর্মগোষ্ঠীর ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সকল ধর্মের প্রভাবের বাইরে যে ধর্মগুলি অবস্থান করত, তারা সমপ্রেমকে হয় পবিত্র মনে করত নয়তো এই বিষয়ে নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করত। সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের সাথে সাথে আব্রাহামীয় গোষ্ঠী যখন রাজাসনে আসীন হল, তখন তাদের চিন্তার প্রভাব, অন্যান্য ধর্মসমাজের উপরও প্রতিফলিত হতে লাগল। উদাহরণস্বরূপ ভারতের সডোমী ল'র কথা বলা যেতে পারে। সমপ্রেম প্রসঙ্গে হিন্দুসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আপাত-নিরপেক্ষ। ব্রিটিশ ভারতে সডোমী ল'র প্রবর্তন জনমানসে সমপ্রেম প্রসঙ্গে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলতঃ সডোমী ল' স্বাধীনতার ৬০ বছর পরও ভারতীয় দন্ডবিধিতে স্বমহিমায় বর্তমান। ভারত ছাড়াও এই সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে আজও বর্তমান।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠিত হিন্দুধর্মে সমপ্রেম বিষয়টিকে কোথাও খোলসা করা হয়নি। হিন্দুশাস্ত্রে যেখানে কাম ও প্রেম নিছক শরীররঞ্জনের উপায় না থেকে সনাতন শক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছে বা যেখানে বিবাহকে দেখা হয়েছে প্রজা (বংশরক্ষা), ধর্ম (কর্তব্যপালন) ও রতি (প্রিয় সাহচর্য) এই তিন উদ্দেশ্যের বিধেয় হিসাবে, সেখানে সমপ্রেমকে ঈশ্বর-বিরোধিতা বলে গন্য করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও আদৌ তা বলা হয় নি। কঠোর শাস্তিবিধান দূরে থাকুক, হিন্দুপুরাণে দেবতাদের মধ্যে দেখানো হয়েছে উভলিঙ্গতা ও যৌন-আনন্দ উপভোগের জন্য লিঙ্গ-পরিবর্তনের মত হোমোইরোটিক মনোবৃত্তি। আবার হিজরা বা তৃতীয় লিঙ্গ প্রসঙ্গে হিন্দুমত খুবই স্পষ্ট। ভারতে সমপ্রেমের ইতিহাস বেশ প্রাচীন।

ঋগ্বেদে (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃপূঃ) ও অন্যান্য কিছু ধর্মগ্রন্থে নারী-সমকামের প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (স্কন্দ ৩, অধ্যায় ২০, শ্লোক ২৩,২৪ ও ২৬) বর্ণিত হয়েছে কিভাবে একদল অসুর ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েই তাঁর সাথে শারীরিক সম্পর্ক দাবি করতে থাকে।

বর্তমানে ইসকন প্রভৃতি বৈষ্ণব সংগঠন সমপ্রেমকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখছে।

সমপ্রেম ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে সম্পর্কটিও খ্রীষ্টানদের মধ্যে একটি তর্কসাপেক্ষ বিষয়। শাস্ত্রগতভাবে সমপ্রেম বিশেষ করে যৌনতা, পাপ না নৈতিক তা নিয়ে জোর বিতর্ক আজও চলছে।

বাইবেলের কিছু পঙক্তির বিচারে চার্চ কর্তৃপক্ষ সমপ্রেমকে অনৈতিক মনে করেন। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাকঃ

১। নারী পুরুষের সৃষ্টিপ্রসঙ্গেঃ

"So God created human beings in his own image,
in the image of God he created them;
male and female he created them.
God blessed them and said to them, 'Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.'"

Genesis 1:27-28

এবং

"The man said,
"This is now bone of my bones
and flesh of my flesh;
she shall be called 'woman',
for she was taken out of man."
For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh." (TNIV; Genesis 2:23-24).

২। জেনেসিসে সডোম ও গোমোরা নগরী ধ্বংস করেন ঈশ্বর, তার অন্যতম কারণ ছিল সমপ্রেমঃ

"*Now this was the sin of your sister Sodom: She and her daughters were arrogant, overfed and unconcerned; they did not help the poor and needy. They were haughty and did detestable things before me. Therefore I did away with them as you have seen.*" Ezekiel 16:49-50 (TNIV

এবং

> "*In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion.*"

New Testament, Jude 1:7 (TNIV)

৩। পবিত্রতার আইনঃ

> "*Do not have sexual relations with a man as one does with a woman; that is detestable.*"

Leviticus 18:22 says

এবং

> "*If a man has sexual relations with a man as one does with a woman, both of them have done what is detestable. They are to be put to death; their blood will be on their own heads.*"

Leviticus 20:13

৪। নববিধান থেকেঃ

"*But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, 'Raca,' is answerable to the Sanhedrin. And anyone who says, 'You fool!' will be in danger of the fire of hell.*" (Matthew 5:22; TNIV).

Matthew 5:22,

> "*For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile you; but eating with unwashed hands does not defile you.*"

Matthew 15:19–20 (TNIV)

কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। বাইবেলে এরকম অজস্র বিধিনিষেধ ছড়িয়ে আছে। কারো অর্থ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে (যেমন raca) কোথাওবা সোজাসুজি সমপ্রেমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রোমান ক্যাথোলিক চার্চ, ইস্টার্ণ অর্থোডক্স চার্চ, আমেরিকান প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে সাউদার্ণ ব্যাপটিস্ট কনভেনশন সমপ্রেমের তীব্র বিরোধী। আবার মেট্রোপোলিটান কমিউনিটি চার্চের মতো কিছু সংগঠন, বাইবেলের দুর্বোধ্য প্যাসেজগুলির অর্থ যে সমপ্রেম বিরোধী নয় তা প্রমানের চেষ্টা চালাচ্ছে।

ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে সমকামিতার কোনো সমার্থক শব্দ পাওয়া যায় না। যদিও এর বেশ কিছু উদাহরণ ইসলামে রয়েছে। শারিয়ার মতে সমপ্রেম অপরাধ হলেও ইসলামি পন্ডিতদের মধ্যে শাস্তিপ্রসঙ্গে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ইসলামি মাদহাবগুলিতে এই প্রসঙ্গে কি বিধান দেওয়া আছে তার একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন বারমিংহামের আল মাহদি সংস্থার মাইকেল মামসিয়া ঃ

সুন্নি ইসলামের হানাফি বিভাগ সমপ্রেমকে পরকীয়া সংক্রান্ত অপরাধ মনে করে না। তাই এ বিষয়ে শাস্তির প্রশ্নে বিচারকের রায়ের উপরই সমস্ত ব্যাপারটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম সাফী'র মত সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মতে বিবাহিত 'অপরাধী'কে পাথর ছুঁড়ে হত্যা ও অবিবাহিত অপরাধীকে চাবুক মারার পক্ষে মত দেওয়া হয়েছে।

মালিকির মতে কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত, সকল 'অপরাধী'কেই পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে। শিয়া ইসলামের জাফারি বিভাগও একই মত পোষণ করে।

কোরাণে বলা হয়েছেঃ

> "We also sent Lut: He said to his people: Do ye commit lewdness such as no people in creation (ever) committed before you? For ye practice your lusts on men in preference to women: ye are indeed a people transgressing beyond bounds. And his people gave no answer but this: they said, "Drive them out of your city: these are indeed men who want to be clean and pure!"" (Qur'an 7:80-82)

> "Of all the creatures in the world, will ye approach males, And leave those whom Allah has created for you to be your mates? Nay, ye are a people transgressing (all limits)! They said: "If thou desist not, O Lut! thou wilt assuredly be cast out!" He said: "I do detest your doings:" "O my Lord! deliver me and my family from such things as they do!" So We delivered him and his family,- all Except an old woman who lingered behind. But the rest We destroyed utterly. We rained down on them a shower (of brimstone): and evil was the shower on those who were admonished (but heeded not)! Verily in this is a Sign: but most of them do not believe. And verily thy Lord is He, the Exalted in Might, Most Merciful." (Qur'an 26:165-175)

> "Would ye really approach men in your lusts rather than women? Nay, ye are a people (grossly) ignorant! But his people gave no other answer but this: They said, "Drive out the followers of Lut from your city: these are indeed men who want to be clean and pure!" But We saved him and his family, except his wife; her We destined to be of those who lagged

behind. And We rained down on them a shower (of brimstone): and evil was the shower on those who were admonished (but heeded not)!" (Qur'an 27:55-58)

"And (remember) Lut: behold, he said to his people: "Ye do commit lewdness, such as no people in Creation (ever) committed before you. Do ye indeed approach men, and cut off the highway? - and practise wickedness (even) in your councils?" But his people gave no answer but this: they said: "Bring us the Wrath of Allah if thou tellest the truth." (Qur'an 29:28-29)

"If any of your women are guilty of lewdness, Take the evidence of four (Reliable) witnesses from amongst you against them; and if they testify, confine them to houses until death do claim them, or Allah ordain for them some (other) way. If two men among you are guilty of lewdness, punish them both. If they repent and amend, Leave them alone; for Allah is Oft-returning, Most Merciful." (Qur'an 4:15-16)

বর্তমানকালে আল ফাতিহা ফাউন্ডেশনের মত কিছু স্বঘোষিত প্রগতিশীল মুসলিম গোষ্ঠী সমপ্রেমকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কথা বলছেন। তাঁদের মতে কোরান সমকামের বিরোধিতা করে, সমপ্রেমের নয়। যদিও এ বিষয়ে প্রগতিশীল মুসলিমদের মধ্যেই যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে।

কনফুসীয় মতে বংশরক্ষার কথা মাথায় রেখে সমপ্রেম চর্চা দোষের নয়। বৌদ্ধ মত এ প্রসঙ্গে দ্বিধাবিভক্ত পাশ্চাত্য বৌদ্ধ ও কোনো কোনো চৈনিক ও জাপানিক সংগঠনের মত যেখানে সমপ্রেমকে স্বাগত জানিয়েছে, সেখানে প্রাচ্য বৌদ্ধদের বিভাগগুলি এ প্রসঙ্গে কঠোর মনোবৃত্তি অবলম্বন করেছে। অন্যদিকে ইহুদীয় ধর্মের অবস্থান খ্রীষ্টধর্মেই মত।

তবে প্রশ্ন ওঠে ঈশ্বর কি দ্বিধাগ্রস্থ?

বিজ্ঞান

আসুন দেখি বিজ্ঞান কি বলে। মানুষের মধ্যে সমকামী হওয়ার প্রবনতার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিয়েছে। একটি সাম্প্রতিক মতে, সমপ্রেম জন্মগত হরমোন জনিত কারণ। জন্মের সময় যৌন হরমোনের প্রভাবে মানুষের যৌন-প্রবৃত্তি নির্ণিত হয়ে থাকে।

সুতরাং মনে করার কোনো কারণই নেই যে যৌন প্রবৃত্তি হিসাবে সমকামিতা একটি পছন্দ বা choice । Time পত্রিকার বিগত একটি সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে মাইকেল ডি. লেমনিক গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেনঃ

" Sure enough, when the Swedish scientists ran the experiment this time, the results were striking: when gay men were

exposed to male pheromones, their hypothalamus lit up just like a woman's. Female hormones did nothing for them.
" What the study dose not show, however -despite what some scientists claimed - is that sexual preference is biologically hardwired and thus present from birth. That idea is pretty much accepted by most gays and many biologists as well. But it is refuted by those - generally on the religious right - who have a stake in believing that homosexuality is a personal choice rather than an inborn trait."
{Time, (Asian Edition) 23 May, 2005, p.42}

সিমন লিভী'র শারীরবৃত্তীয় বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিষমকামী ও সমকামীদের শারীরবৃত্তে কিছু কিছু পার্থক্যের কথা বলেছেন। এই পার্থক্যগুলি প্রধানত মস্তিষ্ক, অন্তর্কর্ণ ও

নাসিকায় পাওয়া যায়। লিভী তাঁর ডাবল-ব্লাইন্ড পরীক্ষায় প্রমাণ করেছেন, ১০% সমকামী পুরুষের মস্তিষ্ক বিষমকামী মস্তিষ্কের তুলনায় ভিন্ন প্রকার। যদিও নারীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ গবেষণা এখনও হয়নি।

তাছাড়া মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে ৪৫০টি প্রজাতি সমকাম অনুশীলন করে। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদন বলে, সেখানকার সেন্ট্রাল পার্ক পশুশালায় একজোড়া পুরুষ পেঙ্গুইন নিজেদের সঙ্গী নির্বাচন করেছে। অনেকেই জানেন না, পেঙ্গুইন, গিরগিটি, ভেড়া, চিত্রিত হায়না বা বোতলনাক ডলফিনের মত প্রাণীও সমকামিতায় অভ্যস্ত। নিউ ইয়র্ক ছাড়াও জাপান ও জার্মানির চিড়িয়াখানাগুলিতে পেঙ্গুইনদের সমসঙ্গী নির্বাচন করতে প্রায়শই দেখা যায়।

সমপ্রেম প্রসঙ্গে আরেকটি অভিযোগের জবাব না দেওয়াটা অন্যায়। অনেকে মনে করেন সমপ্রেম এক প্রকার শরীরসর্ব্বস্বতা। এর প্রমান প্রায় দু কোটির মত সমকামী পর্ণোগ্রাফিক ওয়েবসাইটের উপস্থিতি। আমি এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মনে করি। আধুনিক ভোগবাদী সমাজে সমকাম বিষমকাম সকলই স্থূল মানসিকতার ব্যক্তিদের পক্ষে শরীরসর্ব্বস্বতায় পর্যবসিত হয় নি। একজন পুরুষ আরেক পুরুষ কর্তৃক যৌন-হয়রানির শিকার হলে সমকামকে বাপান্ত করে ছাড়ি আমরা। অথচ কি করে ভুলি এ দেশেই প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হন। আমি তো মনে করি, সমপ্রেমকে নিষেধের আড়ালে আবৃত করে রেখেই সমাজকে বিপথু করছি আমরা।

আসুন আধুনিক হই আমরা। নিই একটু বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোন। সমপ্রেমকে অযথা নিষেধে আবৃত না রেখে সমপ্রেমীদের স্বীকৃতি দিই। তাতেই আমাদের আর আমাদের সমাজের মঙ্গল। ম্যাথিউ শেফার্ডের মৃত্যুদিনে সে শহরে প্ল্যাকার নিয়ে একদল লোক বেরিয়েছিল 'আজ ম্যাথিউ নরকে প্রবেশ করল'। এখন সময় এসেছে ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানার। আসুন কবিগুরুর সাথে বলিঃ
যে জাতি জীবনধারা অচল অসার
পদে পদে বাধে তারে জীর্ণ লোকাচার।